Bismillahir Rahmanir Rahim.

MUSLIM SHARIF (2nd volume)

Bangla translation

Net release www.banglainternet.com

Part : KITABUT TAHARAT (POBITROTA)

Compilation of Hadith

by

Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushairi An-Nishapuri(Rh)

Translated and edited by the

Sihah Sittah Editorial Board and published by

Muhammad Abdur Rab,

Director,

Publication,

Islamic Foundation Bangladesh.

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ

অধ্যায় ঃ তাহারাত—পবিত্রতা

www.banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّهَارَاتِ
অধ্যায় ঃ তাহারাত—পবিত্রতা

١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ
১. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর ফযীলত

٤٢٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى اَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلٰوةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَايِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا.

৪২৫. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র).....আবূ মালিক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, পবিত্রতা হল ঈমানের অংশ। 'আল-হামদুলিল্লাহ্' (শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আল-হামদুলিল্লাহ্' (পাল্লাকে) ভরে দেয়, কিম্বা [রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন] আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হল আলো, সাদাকা হল প্রমাণিকা, ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ আপন সত্তাকে বিক্রি করে, তখন কেউ সত্তার উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় ধ্বংসকারী।

٢- بَابُ وُجُوْبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلٰوةِ
২. অনুচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের জন্য তাহারাতের (পবিত্রতার) আবশ্যকতা

٤٢٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ

www.banglainternet.com

عَامِرٍ يَعُوْدُهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَقَالَ اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ لِيْ يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

৪২৬. সাঈদ ইব্ন মানসূর, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (র).....মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) অসুস্থ ইব্ন আমিরকে দেখতে গিয়েছিলেন। তখন ইব্ন আমির তাঁকে বললেন, হে ইব্ন উমর! আপনি কি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন না? ইব্ন উমর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবুল হয় না। খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদাকা কবুল হয় না। আর তুমি তো ছিলে বস্রার শাসনকর্তা।

٤٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪২৭. মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... শু'বা (র) থেকে, অন্যসূত্রে আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)... ইসরাঈল (র) থেকে, সকলে সিমাক ইব্ন হারব (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

৪২৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সূত্রে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তন্মধ্যে একটিতে তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারুর উযূ ভেঙ্গে গেলে তার সালাত কবুল হয় না উযূ করার পূর্ব পর্যন্ত।

٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوْءِ وَكَمَالِهِ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার নিয়ম ও উযূর পূর্ণতা

٤٢٩- حَدَّثَنِيْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِيُّ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ بَدَاهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاءُنَا يَقُوْلُوْنَ هٰذَا الْوُضُوْءُ اَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ اَحَدٌ لِلصَّلاَةِ.

৪২৯. আবুত্ তাহির আহ্মাদ ইব্ন আম্র ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ্ ও হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া তুজীবী (র)..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উযূর পানি চাইলেন। এরপর তিনি উযূ করতে আরম্ভ করলেন। (বর্ণনাকারী বলেন), তিনি [উসমান (রা)] তিনবার তাঁর হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন এরপর কুলি করলেন এবং নাক ঝাড়লেন। এরপর তিনবার তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন। এবং ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুইলেন। অতঃপর বাম হাত অনুরূপভাবে ধুইলেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ্ করলেন। এরপর তাঁর ডান পা টাখ্নু পর্যন্ত ধুইলেন এরপর বাম পা অনুরূপভাবে ধুইলেন। এরপর তিনি বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। এবং উযূর শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে এরূপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যে, সে সময়ে মনে মনে অন্য কোন কিছু কল্পনা করেনি, সে ব্যক্তির পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ইব্ন শিহাব বলেন, আমাদের আলিমগণ বলতেন যে, সালাতের জন্য কারোর এ নিয়মের উযূই হল পরিপূর্ণ উযূ।

٤٣٠- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رَاَى عُثْمَانَ دَعَا بِاِنَاءٍ فَاَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَيُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৪৩০. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....হুমরান মাওলা উস্মান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে দেখেছেন যে, হযরত উসমান (রা) পানির পাত্র আনতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি দু'কব্জির উপর তিনবার পানি ঢাললেন এবং উভয়টি ধুয়ে নিলেন। তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়ে তিনি কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন তিনবার। তারপর মাথা মাসেহ্ করলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন তিনবার। এরপর তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ উযূ করার ন্যায় উযূ করবে এবং এর পরে এরূপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে যাতে সে মনে মনে ভিন্ন কোন কল্পনা করেনি তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلٰوةِ عَقِبَهُ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ এবং তারপর সালাত আদায়ের ফযীলত

٤٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِىُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ

حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ اٰيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا.

৪৩১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম হানযালী (র)..... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি মসজিদের চত্বরে ছিলেন এমন সময়ে আসরের সালাতের জন্য মু'আয্যিন আসলেন। হযরত উসমান (রা) উযূর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর উযূ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শোনাব–যদি আল্লাহ্র কিতাবে একটি আয়াত না থাকত তাহলে কখনোই আমি তোমাদেরকে হাদীস শোনাতাম না। আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, যেই মুসলিম ব্যক্তি উযূ করবে এবং উযূকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে সেই ব্যক্তির এই সালাত ও তার পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤٣٢- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَفِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اُسَامَةَ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّيْ الْمَكْتُوْبَةَ.

৪৩২. আবূ কুরায়ব, আবূ উসামা থেকে, অন্য সূত্রে যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব ওয়াকী (র) থেকে- অন্য সূত্রে ইব্ন আবূ উমার সুফিয়ান থেকে আবার সকলে হিশামের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে আবূ উসামার সূত্রে অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, "অতঃপর সে তার উযূকে সুন্দররূপে করে তারপর ফরয সালাত আদায় করে"।

٤٣٣- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ اَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ وَاللّٰهِ لاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا وَاللّٰهُ لَوْلاَ اٰيَةٌ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ اِلاَّ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَ عُرْوَةُ الْاٰيَةَ : « اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى اِلٰى قَوْلِهِ اللَّاعِنُوْنَ ».

৪৩৩. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) উযূর কাজ সেরে বললেন যে, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শোনাব। আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহ্র কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনোই হাদীসটি শোনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন উযূ করে এবং উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে তারপর সালাত আদায়

করে তখন তার সালাত ও পূর্ববর্তী সালাতের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। উরওয়া (র) বলেন, আয়াতটি হল ঃ "আমি যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়"। (সূরা ২ ঃ ১৫৯)

٤٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِىْ قَالَ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَالَمْ تُؤْتَ كَبِيْرَةٌ وَذَالِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

৪৩৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র) ..... আম্র ইব্ন সাঈদ ইবনুল আ'স (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন কোন ফরয সালাতের ওয়াক্ত হয় আর সে সালাতের উযূকে উত্তমরূপে আদায় করে, সালাতের বিনয় ও রুকূকে উত্তমরূপে আদায় করে তা হলে যতক্ষণ না সে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে, তার এই সালাত তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান।

٤٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَادِيْثَ لاَ اَدْرِىْ مَاهِىَ اِلاَّ اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ اَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

৪৩৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আহমদ ইব্ন আবদা আয্যাব্বী (র) ..... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট উযূর পানি আনলাম। অতঃপর তিনি উযূ করলেন, তারপর তিনি বললেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অনেক হাদীস বর্ণনা করে থাকে। আমি ওসব জানি না তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি তিনি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার সালাত আদায় ও মসজিদের দিকে গমনের সাওয়াব থাকবে অতিরিক্ত। ইব্ন আবদা-এর সনদে بِوَضُوْءٍ কথাটি বাদ দিয়ে কেবল اَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ বলা হয়েছে।

٤٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَاَبِىْ بَكْرٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ اَنَسٍ اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ اَلاَ اُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِىْ رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ اَبُو النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ اَنَسٍ قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৩৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) ..... আবূ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) উযূর আসনে উযূ করতে বসে বললেন যে, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ করা দেখাব? তারপর তিনি তিন তিন বার ধুয়ে উযূ করলেন। কুতায়বা (র) আনাস (রা) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেছেন, তখন উসমান (রা)-এর পাশে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহাবীদের কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

٤٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ قَالَ اَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانٍ قَالَ كُنْتُ اَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُوْرَهُ فَمَا اَتٰى عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ وَهُوَ يُفِيْضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلاَتِنَا هٰذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهَا الْعَصْرَ فَقَالَ مَا اَدْرِىْ اُحَدِّثُكُمْ بِشَىْءٍ اَوْ اَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ خَيْرًا فَحَدِّثْنَا وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ فَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ فَيُتِمُّ الطُّهُوْرَ الَّذِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا.

৪৩৭. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (রা) ..... হুমরান ইব্ন আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে উযূর পানি দিতাম। আর তিনি প্রত্যহ গোসল করতেন। হযরত উসমান (রা) বলেছেন, আমাদের এ সালাত আদায়ের পর, মিস'আর বলেন, আমার মনে হয় সালাতটি ছিল আসরের- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদীস বর্ণনা করতে মনস্থ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি ঠিক করতে পারছি না যে, তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব না নীরব থাকবো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে আমাদেরকে বলুন, আর অন্য কিছু হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন যে, কোন মুসলমান যখন পবিত্রতা অর্জন করে এবং আল্লাহ্ তার উপর যে পবিত্রতা অপরিহার্য করেছেন তা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করে এবং তারপর এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহলে এ সকল সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

٤٣٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالاَ جَمِيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ اَبَانَ

يُحَدِّثُ اَبَا بُرْدَةَ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فِىْ اِمَارَةِ بِشْرٍ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ غُنْدَرٍ فِىْ اِمَارَةِ بِشْرٍ وَلاَ ذِكْرُ الْمَكْتُوْبَاتِ.

৪৩৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয তাঁর পিতার সূত্রে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) ..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে উযূকে পূর্ণভাবে করে তাঁর পাঁচ ওয়াক্তের ফরয সালাত তাদের মধ্যবর্তী সময়ে (গুনাহের) কাফ্ফারা হয়ে যায়। ইব্ন মু'আযের হাদীসে এভাবেই বলা হয়েছে। কিন্তু গুনদূর বর্ণিত হাদীসে বিশ্রের নেতৃত্বের কথা কিম্বা ফরয সালাতের কথা উল্লেখ নেই।

٤٣٩- حَدَّثَنَا هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ اَخْبَرَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ قَالَ تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا قَالَ وُضُوْءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوَضُوْءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَلَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৪৩৯. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আইলী (র) ..... হুমরান মাওলা উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উস্মান (রা) খুব উত্তমরূপে উযূ করলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি, তিনি উযূ করেছেন এবং উত্তমরূপে উযূ করেছেন তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়মে উযূ করে এবং তারপর কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদের দিকে বেরিয়ে যায়, তার বিগত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٤٤٠- وَحَدَّثَنِىْ اَبُو الطَّاهِرِ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَشِىَّ حَدَّثَهُ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ مُعَاذَبْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ اَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ اَوْ فِى الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

৪৪০. আবুত্ তাহির ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা (র) ..... উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সালাতের জন্য উযূ করে এবং পরিপূর্ণভাবে উযূ করে, অতঃপর ফরয সালাতের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিম্বা তিনি বলেন, জামা'আতের সঙ্গে সালাত আদায় করে, কিম্বা তিনি বলেন, মসজিদে সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন।

٥- بَابُ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ-

৫. অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।

٤٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّلاَةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرَ.

৪৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।

٤٤٢- حَدَّثَنِيْ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.

৪৪২. নাস্র ইব্ন আলী আল-জাহযামী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, পাঁচ সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এসব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ।

٤٤٣- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِيْ صَخْرٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اِسْحٰقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

৪৪৩. আবুত তাহির ও হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আইলী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলতেন ঃ পাঁচ সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত এই সব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

٦- بَابُ الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوْءِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর শেষে মুস্তাহাব দু'আ।

٤٤٤- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْاِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِيْ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَاَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ فَاِذَا قَائِلُ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُوْلُ الَّتِيْ قَبْلَهَا اَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا عُمَرُ قَالَ اِنِّيْ قَدْ رَاَيْتُكَ جِئْتَ انِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ.

৪৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মূন (র) ..... উক্‌বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উট চরানোর দায়িত্ব নিজেদের উপরে ছিল। আমার পালা এলে আমি উট চরিয়ে বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে পেলাম, তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। তখন আমি তাঁর এ কথা শুনতে পেলাম, "যে মুসলমান সুন্দররূপে উযূ করে তারপর দাঁড়িয়ে দেহ ও মনকে পুরোপুরি তার প্রতি নিবদ্ধ রেখে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" 'উক্‌বা বলেন, কথাটি শুনে আমি বলে উঠলাম ওহ, কথাটি কত উত্তম! তখন আমার সামনের একজন বলতে লাগলেন, আগের কথাটি আরো উত্তম। আমি সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। তিনি আমাকে বললেন তোমাকে দেখেছি, এইমাত্র এসেছ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগে বলেছেন, তোমাদের যে ব্যক্তি কামিল বা পূর্ণরূপে উযূ করে এই দু'আ পাঠ করবে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল" তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতের প্রবেশ করতে পারবে।

٤٤٥- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ وَاَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

৪৪৫. আবূ বাক্‌র ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... উক্‌বা ইব্ন আমির জুহানী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি উযূ করে পাঠ করবে- "আমি সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

٧- بَابُ اخَرُ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পদ্ধতি বর্ণনায় আরেক অনুচ্ছেদ

٤٤٦- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِوبْنِ يَحْيٰى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيْلَ لَهُ تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فَاَكْفَأَ مِنْهَا عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَاْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্নুস সাববাহ্ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। রাবী বলেন, তাঁকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূর মত উযূ করে আমাদের দেখিয়ে দিন। তখন তিনি পানির পাত্র আনালেন। তারপর তা থেকে দুই হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুইলেন, তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই আঁজলা দিয়ে। এরূপ তিনবার করলেন। আবার পানিতে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে আবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। দুই হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার করে ধুইলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে বের করে মাথা মাসেহ্ করলেন- দুই হাত সামনের দিকে আনলেন ও পিছন দিকে নিলেন। তারপর উভয় পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধুইলেন, এরপর বললেন ঃ এইরূপ ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উযূ।

٤٤٧- وَحَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

৪৪৭. কাসিম ইব্ন যাকারিয়্যা, খালিদ ইব্ন মাখ্লাদ, সুলায়মান ইব্ন বিলাল, আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে ঐ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'পায়ের গ্রন্থি' পর্যন্ত শব্দটি উল্লেখ করেন নিই।

٤٤٨- وَحَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِ وبْنِ يَحْيٰى بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ

فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

৪৪৮. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী, মা'ন (র)..... মালিক ইব্ন আনাস (রা) থেকে আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এতে বলেছেন, "কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন তিনবার" আর আঁজলার কথা বলেন নি। অবশ্য 'সম্মুখের দিকে আনলেন ও পিছনের দিকে নিলেন' কথার পর বৃদ্ধি করেছেন, "মাথার সন্মুখ থেকে পেছন পর্যন্ত মাসহ্ করেছেন এভাবে যে, মাথার সন্মুখ ভাগ থেকে মাসহ্ আরম্ভ করলেন, এরপর উভয় হাত গ্রীবা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; পুনরায় উভয় হাত ফিরিয়ে আনলেন যে স্থান থেকে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত, তারপর উভয় পা ধুইলেন।

٤٤٩-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْىٰ بِمِثْلِ اِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيْثَ وَقَالَ فِيْهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ وَقَالَ اَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِهِ وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَهْزٌ اَمْلٰى عَلَىَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ وُهَيْبٌ اَمْلٰى عَلَىَّ عَمْرُو بْنُ يَحْىٰ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَرَّتَيْنِ.

৪৪৯. আবদুর রহমান ইব্ন বিশ্র আবদী (র) ..... আম্র ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে পূর্ব বর্ণিত সনদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি তিনবার তিন অঞ্জলী দিয়ে কুলি করেন, নাকে পানি দেন ও নাক ঝেড়ে নেন। তিনি আরো বলেন ঃ এরপর সন্মুখ থেকে পেছনে এবং পিছন থেকে সন্মুখে (হাত নিয়ে) একবার মাথা মাসহ্ করেন। রাবী বাহয্ বলেন ঃ উহায়ব আমাকে হাদীসটি লিখিয়েছেন, উহায়ব বলেন ঃ আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) আমাকে এই হাদীসটি দুইবার লিখিয়েছেন।

٤٥٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ وَحَدَّثَنِىْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَبُو الطَّاهِرِ قَالُوْا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِىَّ ثُمَّ الْاَنْصَارِىَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا وَالْاُخْرٰى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا قَالَ اَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.

৪৫০. হারূন ইব্ন মা'রূফ, হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী এবং আবুত্ তাহির (র) .....আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসিম মাযিনী আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলকে উযূ করতে দেখেছেন। তিনি প্রথমে কুলি করলেন, নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখ ধুইলেন, তিনবার ডান হাত এবং বাম হাত তিনবার। আর এমন পানি দিয়ে মাথা মাসেহ্ করলেন, যা হাতের অবশিষ্ট পানি নয়। তারপর উভয় পা পরিষ্কার করে ধুইলেন। আবুত তাহির (র) বলেন, ইব্ন ওহাব (র) হাদীসটি আম্র ইবনুল হারিসের সূত্রে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

٨- بَابُ الْإِيْتَارِ فِي الْاِسْتِنْثَارِ وَالْاِسْتِجْمَارِ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নাক ঝাড়া ও ঢেলা ব্যবহারে বেজোড় সংখ্যা

٤٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَاِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ.

৪৫১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আমরুন নাকিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঢেলা ব্যবহার করবে, তখন বেজোড় সংখ্যার ঢেলা নিবে। আবার যখন উযূ করবে তখন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে নিবে।

٤٥٢- حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ.

৪৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র) ..... হাম্মাম ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এগুলি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তারমধ্যে এও ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন উযূ করবে তখন দুই নাসারন্ধ্রে পানি টেনে নিবে, এরপর ঝেড়ে ফেলবে।

٤٥٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

৪৫৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যে উযূ করবে, সে যেন নাক ঝড়ে, আর যে ইস্তিনজা করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢেলা ঢেলা ব্যবহার করে।

٤٥٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلَانِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৫৪. সাঈদ ইব্ন মানসূর এবং হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... আবূ হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٥٥- حَدَّثَنِىْ بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّارَوَرْدِىَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيَاشِيْمِهِ.

৪৫৫. বিশ্‌র ইবনুল হাকামী আবদী (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠবে সে যেন প্রথমত (পানি দিয়ে) তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কারণ শয়তান নাসারন্ধ্রে রাত্রি যাপন করে।

٤٥٦- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجْمَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُوْتِرْ

৪৫৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র) .....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন ঢেলা ব্যবহার করবে তখন বেজোড় সংখ্যক নিবে।

٩- بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

৯. অনুচ্ছেদ ঃ উভয় পা পুরোপুরি ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

٤٥٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى قَالُوْا اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلٰى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ تُوُفِّىَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ فَتَوَضَّاَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৫৭. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আয়লী, আবূত তাহির ও আহ্‌মদ ইব্‌ন ঈসা (র)..... সালিম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাসের ইন্তিকালের দিন নবী সহ-ধর্মিনী আয়েশার কাছে উপস্থিত হই। সে সময়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকরও এলেন এবং তাঁরা সেখানে উযূ করতে লাগলেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে আবদুর রহমান! পূর্ণভাবে উযূ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছি যে, আফসোস ঐ গোড়ালীগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

٤٥٨- وَحَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَيْوَةُ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৫৮. হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবূ আবদুল্লাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। এরপর তিনি আয়েশা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٤٥٩- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاَبُوْ مَعْنٍ الرُّقَاشِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَوْ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ اَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ فِيْ جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও আবূ মা'ন রুক্কাশী (র)..... সালিম মাওলা মাহযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের জানাযার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦٠- حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ نُعَيْمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كُنْتُ اَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৪৬০. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... সালিম মাওলা শাদ্দাদ ইব্ন হাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-র কাছে ছিলাম। তখন তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦١- وَحَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّؤُا وَهُمْ عُجَّالٌ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ.

৪৬১. যুহায়র ইব্ন হারব এবং ইসহাক (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা মক্কা থেকে মদীনার দিকে ফিরছিলাম। রাস্তায় এক যায়গায় পানি ছিল। তখন কিছু লোক জলদী আসরের সময়ে এগিয়ে গেল এবং তাড়াহুড়া করে উযূ করল। অতঃপর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়ে পৌছলাম, দেখলাম তাদের পায়ের গোড়ালি এমনভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে পানি পৌছেনি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ আফসোস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য যেগুলোর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অতএব পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন কর।

٤٦٢- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ وَفِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ اَبِيْ يَحْيَى الْاَعْرَجِ.

৪৬২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) সুফিয়ান সূত্রে এবং ইবনুল মুসান্না ও ইব্‌ন বাশ্‌শার শু'বা (র) সূত্রে উভয়ে উক্ত সনদে মান্‌সূর থেকে বর্ণনা করেন, তবে শু'বা বর্ণিত হাদীসে "পূর্ণভাবে উযূ সম্পাদন করবে" কথাটি নাই। এই হাদীসের সনদে "আবূ ইয়াহ্‌ইয়া" শব্দের সহিত "আল আ'রাজ" যুক্ত আছে।

٤٦٣- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ اَبِيْ عَوَانَةَ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِيْ بِشْرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৩. শায়বান ইব্‌ন ফাররূখ ও আবূ কামিল জাহদারী (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কোন এক সফরে নবী ﷺ আমাদের পিছনে পড়ে যান। অবশেষে তিনি আমাদের পেলেন যখন আসরের সময় উপস্থিত। আর আমরা উযূ করতে গিয়ে পা মাস্‌হ করছি। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন, আফসোস, ঐ গোড়ালোগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা জাহান্নাম।

٤٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ يَعْنِيْ ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৪. আবদুর রাহমান ইব্‌ন সাল্লাম জুমাহী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার গোড়ালি ধোয়নি। তখন তিনি বললেন, আফসোস ঐ গোড়ালোগুলোর জন্য, যেগুলোর ঠিকানা জাহান্নাম।

٤٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ رَاٰى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ

৪৬৫. কুতায়বা, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কয়েকজন লোককে দেখলেন, তারা পাত্র থেকে পানি নিয়ে উযূ করছে। তখন তিনি বললেন ঃ পূর্ণরূপে উযূ কর। কারণ, আমি আবুল কাসিম ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ আফ্‌সোস ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম!

٤٦٦- حَدَّثَنِيْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

৪৬৬. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আফসোস, ঐ গোড়ালিগুলোর জন্য, যেগুলোর স্থান হবে জাহান্নাম।

١٠- بَابُ وُجُوْبِ اسْتِيْعَابِ جَمِيْعِ اَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ তাহারাতের সকল অঙ্গ পূর্ণভাবে ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা

٤٦٧- حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً تَوَضَّاَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَاَبْصَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وَضُوْئَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

৪৬৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি উযূ করতে তার পায়ের উপর নখ পরিমাণ অংশ ছেড়ে দেয়। তা দেখে নবী ﷺ বললেন ঃ যাও, আবার ভালভাবে উযূ করে আস। লোকটি ফিরে গেল। তারপর (পুনরায়) উযূ করে সালাত আদায় করল।

١١- بَابُ خُرُوْجِ الْخَطَايَا مَعَ الْمَاءِ.

১১. অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পানির সঙ্গে গুনাহ ঝরে যাওয়া

٤٦٨- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ.

৪৬৮. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ এবং আবুত্ তাহির (র)..... শব্দগুলো আবুত্ তাহির থেকে গৃহীত, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ কোন মুসলমান কিংবা বলেছেন, কোন মু'মিন বান্দা যখন যখন উযূ করে তখন মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দু' চোখের দৃষ্টি পড়েছিল; এবং যখন দুই হাত ধোয়, তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায়। যেগুলো তার দু' হাতে ধরেছিল। এবং যখন দুই পা ধোয় তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার ঐ সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলোর দিকে তার দু'পা অগ্রসর হয়েছিল; ফলে (উযূর শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে।

٤٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ مَعْمَرِبْنِ رِبْعِىٍّ الْقَيْسِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَابْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ.

৪৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার রিবঈ আল-কায়সী (র)..... উস্‌মান ইব্ন আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায়, এমন-কি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।

١٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ فِي الْوُضُوْءِ.

১২. অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুস্‌তাহাব

٤٧٠- حَدَّثَنِي اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ دِيْنَارٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَاَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى حَتَّى اَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرٰى حَتَّى اَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى حَتَّى اَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتَّى اَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيْلَهُ.

৪৭০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র), কাসিম ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন দীনার ও আব্‌দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুজমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন এবং পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপেই তা ধুইলেন। এরপর তিনি ডান হাত ধুইলেন এমন কি বাহুর কিছু অংশও ধুয়ে ফেললেন। তারপর বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুয়ে ফেললেন। এরপর মাথা মাসহ্ করলেন। তারপর তিনি ডান পা ধুইলেন এমনকি গোছারও কিছু অংশ ধুয়ে ফেললেন। তারপর বাম পা গোছার কিছু অংশসহ তিনি ধুয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবেই উযূ করতে দেখেছি"। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ "উযূ পরিপূর্ণ ও উত্তমরূপে করার কারণে কিয়ামতের দিন তোমাদের মুখমণ্ডল জ্যোর্তিময় এবং হাত পা উজ্জ্বল হবে। অতএব, তোমাদের যার ইচ্ছা সে যেন তার মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়।

٤٧١- وَحَدَّثَنِيْ هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ رَاٰى اَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ اِلَى السَّاقَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يَاتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

৪৭১. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল আয়লী (র)..... নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-কে উযূ করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি (আবূ হুরায়রা) তাঁর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত ধুইলেন। এমনকি ধুইতে উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উপক্রম হলো। তারপর উভয় পা ধুইলেন এবং গোছা ধুয়ে নিলেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উযূর বদৌলতে মুখমণ্ডল নূরানী এবং হাত-পা উজ্জ্বল অবস্থায় আসবে। তাই তোমাদের মধ্যে যে তার মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চায় সে যেন তা করে।

٤٧٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ جَمِيْعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِىِّ قَالَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ حَوْضِىْ اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَاَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلَاٰنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاِنِّىْ لَاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ مِنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ.

৪৭২. সুওয়ায়দ ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন আবূ উমার (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার হাউয হবে আদন থেকে আয়লার যত দূরত্ব তার থেকেও বেশী দীর্ঘ। আর তা হবে বরফের থেকেও সাদা এবং দুধ মধু থেকেও মিষ্টি। আর তার পাত্রের সংখ্যা হবে তারকা রাজির চেয়েও অধিক। আমি কিছু সংখ্যক লোককে তা থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে তার হাউয থেকে অন্যের উট ফিরিয়ে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেদিন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ তোমাদের এমন চিহ্ন হবে যা অন্য কোন উম্মাতের হবে না। উযূর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল নূরানী ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে।"

٤٧٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى وَاللَّفْظُ لِوَصِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِدُ عَلَىَّ اُمَّتِى الْحَوْضَ وَاَنَا اَذُوْدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ اِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ اِبِلِهِ قَالُوْا يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوُضُوْءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِّىْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُوْنَ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ هٰؤُلَاءِ مِنْ اَصْحَابِىْ فَيُجِيْبُنِىْ مَلَكٌ فَيَقُوْلُ وَهَلْ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ.

৪৭৩. আবূ কুরায়ব ও ওয়াসিল ইব্ন আতা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমার উম্মাত হাউযের পাড়ে আমার কাছে আসবে আর আমি তখন (অন্যান্য উম্মাতের) লোকজনকে সে হাউয থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে অন্যের উটকে নিজের উট থেকে ফিরিয়ে রাখে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্! আপনি কি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের এমন এক চিহ্ন থাকবে যা তোমাদের ছাড়া অন্য কারো থাকবে না। (আর তা হল) তোমরা আমার কাছে আসবে মুখমণ্ডল নূরানী এবং হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায়। এটা হবে উযূর কারণে। আর তোমাদের মধ্য থেকেই একটি দলকে আমার কাছে আসতে বাঁধা দেয়া হবে তাই তারা আমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি বলব, প্রভু! এরা তো আমার লোকজন! তখন এর জবাবে একজন ফেরেশ্‌তা আমাকে বলবে, "আপনি কি জানেন, এরা আপনার পরে কী অঘটন ঘটিয়েছিল?"

٤٧٤- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِبْنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ حَوْضِيْ لاَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لاَذُوْدُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُوْدُ الرَّجُلُ الْاِبِلَ الْغَرِيْبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ تَرِدُوْنَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوُضُوْءِ لَيْسَتْ لاَحَدٍ غَيْرِكُمْ.

৪৭৪. উস্‌মান ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আমার হাউয আদ্‌ন থেকে আয়লা-র যত দূরত্ব তার চেয়েও বড় হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি সে হাউয থেকে (অন্যান্য) লোকজনকে দূর করে করে দেব যেমনিভাবে লোকে অপরিচিত উটকে তার হাউয থেকে দূর করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন কি আপনি আমাদেরকে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমরা আমার কাছে এ অবস্থায় আসবে যে, উযূর কারণে তোমাদের মুখমণ্ডল নূরানী হবে এবং তোমাদের হাত-পা ঝলমল করতে থাকবে। তোমাদের ছাড়া আর কারো এরকম হবে না।

٤٧٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِيْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ فَقَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَاْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَاْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ اَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ اُنَادِيْهِمْ اَلاَ هَلُمَّ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا.

৪৭৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব, সুরায়জ ইব্ন ইউনুস, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আলী ইব্ন হুজ্র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের ঘর। ইনশা আল্লাহ্ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, "কেন, যদি কোন ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারে না"? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তাঁরা (আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, উযূর ফলে তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরানী এবং হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক। জেনে রাখ, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, "এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল"। তখন আমি বলব, "দূর হ', দূর হ'।"

٤٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِىَّ ح وَحَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ غَيْرَ اَنَّ حَدِيْثَ مَالِكٍ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ.

৪৭৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)-এর এবং ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কবরস্থানে গেলেন ও বললেন, "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মু'মিনদের ঘর। আর আমরা ইনশা আল্লাহ্ তোমাদের সাথে এসে শামিল হবো। ইসমাঈল ইব্ন জাফর-এর বর্ণিত (পূর্বের) হাদীসের অনুরূপ। তবে মালিক-এর হাদীসে فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ স্থলে اِلَّا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِىْ (অবশ্যই কিছু লোককে আমার হাউয থেকে হটিয়ে দেয়া হবে) রয়েছে।

١٣- بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌছবে সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে।

٤٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِى ابْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبْلُغَ اِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ مَاهٰذَا الْوُضُوْءُ فَقَالَ يَابَنِىْ فَرُّوْخَ اَنْتُمْ هٰهُنَا عَلِمْتُ اَنَّكُمْ هٰهُنَا مَاتَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوْءَ سَمِعْتُ خَلِيْلِىْ ﷺ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ.

৪৭৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম তিনি সালাতের জন্য উযূ করছিলেন। অতঃপর তিনি হাত (ধোয়ার সময়) লম্বা করে দিলেন এমন কি (ধুইতে ধুইতে) বগল পর্যন্ত পৌছলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ হুরায়রা! এটা কেমন উযূ! তিনি বললেন, হে ফাররূখের বংশধর! তোমরা এখানে আছ নাকি? আমি যদি জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ, তাহলে আমি এরকম উযূ করতাম না। (এ জন্য এরকম করেছি যে), আমি আমার দোস্ত মুহাম্মদ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন মু'মিনের যে পর্যন্ত তার উযূর পানি পৌছবে– সে পর্যন্ত অলঙ্কার পরানো হবে।

١٤– بَابُ فَضْلِ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করার ফযীলাত

٤٧٨– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

৪৭৮. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব (র), কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পাপরাশি দূর করে দিবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দিবেন? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তা হল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মসজিদে আসার জন্য বেশী পদচারণা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখ, এটাই হল রিবাত (তথা নিজকে আটকে রাখা)।

٤٧٩– حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَلَيْسَ فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ.

৪৭৯. ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র)..... আলা ইব্ন আবদুর রাহমান থেকে এই সনদে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শু'বার বর্ণিত হাদীসটিতে "رِبَاط" শব্দটির উল্লেখ নেই। আবার মালিকের বর্ণিত হাদীসে رِبَاط' শব্দটি দু'বার উল্লিখিত হয়েছে।

١٥- بَابُ السِّوَاكِ.

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মিস্‌ওয়াকের বিবরণ

٤٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَفِىْ حَدِيْثِ زُهَيْرٍ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৪৮০. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ, আম্‌র আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, মু'মিনদের ওপর (যুহায়র-এর হাদীসে আছে আমার উম্মাতের উপর) যদি কষ্ট সাধ্য না হত তবে আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় মিস্‌ওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٤٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُبْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

৪৮১. আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... মিকদামের পিতা শুরায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ঘরে ঢুকে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মিস্‌ওয়াক করতেন।

٤٨٢- وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِبْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَاَ بِالسِّوَاكِ.

৪৮২. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন নাফি আল-আবদী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমেই মিস্‌ওয়াক করতেন।

٤٨٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيْرٍ الْمَعْوَلِىُّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ.

৪৮৩. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন হাবীব আল-হারিসী (র)..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম তখন মিস্‌ওয়াকের এক পাস তার জিহ্বার উপর ছিল।

٤٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَ قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৪. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়বা (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন তখন মিস্‌ওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

٤٨٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُوْلُوْا لِيَتَهَجَّدَ.

৪৮৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন এরপর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এ হাদীসে তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

٤٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٌ وَالْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَاقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

৪৮৬. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন মিস্ওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

٤٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُتَوَكِّلِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ اللَّيْلَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَهٰذِهِ الاٰيَةَ فِيْ اٰلِ عِمْرَانَ «اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتّٰى بَلَغَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» ثُمَّ رَجَعَ اِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ اضْطَجَعَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَتَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى.

৪৮৭. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে রাত যাপন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শেষ রাতে উঠলেন। বেরিয়ে এসে তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। এরপর আলে-ইমরানের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ থেকে فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত। এরপর ঘরে ফিরে এসে মিস্ওয়াক করলেন এবং উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। তারপর আবার উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর ফিরে এসে মিস্ওয়াক করলেন, উযূ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন।

١٦- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ.

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মানবীয় ফিতরাতের-অভ্যাসের বিবরণ

٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ جَمِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْخَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ.

৪৮৮. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবু শায়রা, আম্‌র আন নাকিদ ও যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ফিতরাত (তথা সুন্নাত) পাঁচটি অথবা তিনি বলেছেন, পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত–খাতনা করা, ক্ষৌর কার্য করা (নাভির নিচের পশম কাটা) নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং গোফ ছাঁটা।

٤٨٩- حَدَّثَنِيْ اَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰ قَالاَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْاِخْتِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ.

৪৮৯. আবুত্ তাহির ও হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)..... আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, ফিতরাত পাঁচটি। খাতনা করা, ক্ষৌর কার্য (নাভির নিচের পশম কাটা) করা, গোফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

٤٩٠- حَدَّثَنَا يَحْيٰ بْنُ يَحْيٰ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ يَحْيٰ اَخْبَرَنَا جَعْفَرُبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لاَنَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

৪৯০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ও কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের জন্য গোফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নীচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, চল্লিশ দিনের অধিক যেন না যায়।

٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللِّحٰى.

৪৯১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা গোফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

٤٩٢- وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِبْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِاِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَاِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

৪৯২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গোফ ছাঁটতে এবং দাড়ি লম্বা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

٤٩٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عُمَرَبْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَوْفُوا اللِّحٰى.

৪৯৩. সাহল ইব্ন উসমান (র) ..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর- গোফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।

٤٩٤- وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْبَكْرِبْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللِّحٰى خَالِفُوا الْمَجُوْسَ.

৪৯৪. আবূ বাক্র ইব্ন ইসহাক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা গোফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর-(এভাবেই) তোমরা অগ্নি পূজকদের বিরুদ্ধাচরণ কর।

٤٩٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُو بَكْرِبْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيْعٌ اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْاِسْتِنْجَاءَ.

৪৯৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, দশটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত- গোফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিস্ওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, নাক কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা। হাদীসের রাবী মুস'আব বলেন, দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত সেটি হবে কুলি করা। এ হাদীসের বর্ণনায় কুতায়বা আরো একটি বাক্য বাড়ান যে, ওয়াকী বলেন, اِنْتِقَاصُ الْمَاءِ অর্থ ইস্তিনজা করা।

٤٩٦- وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ اَبُوْهُ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ.

৪৯৬. এই হাদীসটিই আবু কুরায়ব-এর সূত্রে মুস'আব ইব্ন শায়বা (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। অবশ্য তিনি বলেন যে, তার পিতা বলেন, আমি দশম কাজটির কথা ভুলে গিয়েছি।

١٧- بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্‌তিনজার বিবরণ

٤٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعُ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَىْءٍ حَتّٰى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهٰنَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْبَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْبِعَظْمٍ.

৪৯৭. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ...... সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁকে বলা হল, তোমাদের নবী ﷺ তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার পদ্ধতিও! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা বা পেশাবের সময় কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে, ডান হাত দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে, তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে এবং গোবর বা হাঁড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে।

٤٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُوْنَ اِنِّىْ اَرَاى صَاحِبَكُمْ حَتّٰى يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ فَقَالَ اَجَلْ اِنَّهُ نَهَانَا اَنْ يَسْتَنْجِىَ اَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ اَوْيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَايَسْتَنْجِى اَحَدُكُمْ بِدُوْنِ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ.

৪৯৮. মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুসান্না (র).....সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা একবার আমাকে বলল, আমরা দেখছি তোমাদের সঙ্গী (রাসূল) ﷺ তোমাদেরকে সব কাজই শিক্ষা দেন এমনকি পেশাব পায়খানার নিয়ম নীতিও তোমাদেরকে শিক্ষা দেন! (জবাবে) তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ডান হাতে ইস্‌তিনজা করতে, (ইস্‌তিনজার সময়) কিব্‌লামুখী হয়ে বসতে এবং তিনি আমাদেরকে আরো নিষেধ করেছেন গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্‌তিনজা করতে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢেলার কম দিয়ে ইস্‌তিনজা না করে"।

٤٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ اِسْحٰقَ قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ اَوْبِبَعْرٍ.

৪৯৯. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র)...... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাড় অথবা গোবর দিয়ে মুছতে (ইস্‌তিনজা করতে) নিষেধ করেছেন।

٥٠٠- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ سَمِعْتَ الزُّهْرِىَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِبْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىُّ عَنْ اَبِى

اَيُّوْبَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا قَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ قَالَ نَعَمْ.

৫০০. যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন নুমায়র (র).....আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমরা পায়খানায় যাও তখন কিব্লার দিকে মুখ করে বসো না এবং পিছন করে বসো না- পেশাব করতেও না, পায়খানা করতেও না; বরং পূর্বদিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বস।[১] আবূ আইউব (রা) বলেন, অতঃপর আমরা শাম (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে আমরা দেখলাম যে, শৌচাগারগুলো কিব্লার দিকে মুখ করে নির্মাণ করা হয়েছে। তখন আমরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম এবং আল্লাহ্র কাজে মাগফিরাত চাইতাম। রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, এ সম্পর্কে আমি সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, হাঁ শুনেছি।

٥٠١- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ عَلٰى حَاجَتِهِ فَلاَيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَيَسْتَدْبِرُهَا.

৫০১ আহ্মাদ ইব্নুল হাসান ইব্ন খিরাশ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা করতে বসলে কখনো যেন সে কিব্লার দিকে মুখ করে এবং সেদিকে পিছন দিয়েও না বসে।

٥٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَبْنِ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْىَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى فِىْ الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ اِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاَتِىْ انْصَرَفْتُ اِلَيْهِ مِنْ شِقِّىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَاسٌ اِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُوْنُ لَكَ فَلاَتَقْعُدْمُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَلَقَدْ رَقِيْتُ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

৫০২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসালামা ইব্ন কা'নাব (র)..... ওয়াসি ইব্ন হাববান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে সালাত আদায় করছিলাম। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তখন কিব্লার দিকে পিছন করে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর আমি সালাত শেষ করে তাঁর দিকে ঘুরে বসলাম। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, কিছু লোকে বলে, "তুমি যখন ইস্তিনজা করতে বসবে তখন কিব্লার দিকে মুখ করে বসো না এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে না"। অথচ একবার আমি একটি ঘরের ছাদের ওপর উঠে রাসূলুল্লাহ্

১. মদীনা তায়্যিবা মক্কা মুকাররমা হতে উত্তরে অবস্থিত এ হুকুম মদীনাবাসী ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। পূর্ব পশ্চিমে অবস্থানরতদের জন্য উত্তর-দক্ষিণমুখী বসার নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

ﷺ -কে দু'টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় দেখলাম। তিনি তখন ইস্তিন্জার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসেছিলেন।

٥٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيْتُ عَلٰى بَيْتِ اُخْتِىْ حَفْصَةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

৫০৩. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার বোন হাফ্সা (রা)-এর ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইসতিনজায় বসা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি শাম (সিরিয়া) এর দিকে মুখ করে এবং কিব্লার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন।[১]

١٨- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ.

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করা নিষেধ

٥٠٤- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُمْسِكَنَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلَايَمْسَحُ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِيْنِهِ وَلَايَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ.

৫০৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে যেন ইস্তিনজা (কুলুখ ব্যবহার) না করে এবং (পানি পান করার সময়) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে।

٥٠٥- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِىِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَادَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَايَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ.

৫০৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় (শৌচাগারে) যায় তখন সে যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।

٥٠٦- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِىُّ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَتَنَفَّسَ فِى الْاِنَاءِ وَاَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَنْ يَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ.

৫০৬. ইব্ন আবূ উমার (র).....আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে, ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করতে এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. এর বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলোঃ সাড়া পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সতর্ক হবার জন্য হয়ত ঘুরে বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ইব্ন উমার (রা)-এর দৃষ্টি আকস্মিকভাবে নিঃপতিত হয় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেন।

١٩- بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الطُّهُوْرِ وَغَيْرِهِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ উযূ-গোসল এবং অন্যান্য কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা

٥٠٧- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْالْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ طُهُوْرِهِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِىْ تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ.

৫০৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত তামীমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উযূ-গোসল, চুল আঁচড়ান এবং জুতা পরার বেলায় ডান দিক থেকে শুরু করতে ভাল বাসতেন।

٥٠٨- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ شَأْنِهِ كُلِّهِ فِىْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ.

৫০৮. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সব কাজেই-জুতা পারায়, চুল আঁচড়ানোতে এবং পবিত্রতা অর্জনে ডান দিক থেকে শুরু করতে ভাল বাসতেন।

٢٠- بَابُ النَّهْىِ عَنِ التَّخَلِّىْ فِى الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ রাস্তায় বা (গাছের) ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ

٥٠٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعًا اِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْعَلَاءُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلَّىْ فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْفِىْ ظِلِّهِمْ.

৫০৯.ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়্যুব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজ্র (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা লা'নতের দু'টি কাজ থেকে দূরে থাক। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, সে কাজ দু'টি কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, মানুষের (যাতায়াতের) রাস্তায় অথবা তাদের (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা।

٢١- بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ পানি দিয়ে ইসতিন্জা করা

٥١٠- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا خَالِدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ هُوَ اَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

৫১০. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি বাগানে ঢুকলেন। একটি বদনাসহ একজন বালক তাঁর পেছনে গেল। সে ছিল আমাদের সকলের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। সে বদনাটি একটি কুল গাছের কাছে রেখে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর প্রয়োজন শেষ করে আমাদের কাছে এলেন। তিনি পানি দিয়ে ইস্তিনজা করেছিলেন।

٥١١- وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنّٰى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلاَمٌ نَحْوِى اِدَاوَةً فَيَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ.

৫১১. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন শৌচাগারে ঢুকতেন, তখন আমি এবং আমার মতই একটি বালক পানির লোটা ও একখানা লাঠি বয়ে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি পানি ইস্তিনজা করতেন।

٥١٢- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَاَتِيْهِ بِمَاءٍ فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

৫১২. যুহায়র ইব্ন হারব ও আবূ কুরায়ব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন ইস্তিনজার জন্য যেতেন, তখন আমি তাঁর কাছে পানি নিয়ে যেতাম। তিনি তা নিয়ে ইস্তিনজা করতেন।

٢٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ মোযার ওপর মাসেহ্ করা

٥١٣- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ التَّمِيْمِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ قَالَ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْىَ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَرِيْرٌ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقِيْلَ تَفْعَلُ هٰذَا فَقَالَ نَعَمْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ قَالَ الْاَعْمَشُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِاَنَّ الْاِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

৫১৩. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ কুরায়ব (র)..... হাম্মাম (র)..... থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) একবার পেশাব করলেন। তারপর উযূ করলেন এবং তার উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি কি এরকম করে থাকেন? তিনি বলেন হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

কে দেখেছি তিনি পেশাব করেছেন, তারপর উযূ করেছেন এবং তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করেছেন। আমাশ বলেন, ইব্রাহীম বলেছেন যে, এ হাদীসটি (হাদীস বিশারদ) লোকেরা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছেন। কারণ জারীর (রা) সূরা মায়িদা নাযিলের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

٥١٤- وَحَدَّثَنَاهُ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ غَيْرَ اَنَّ فِيْ حَدِيْثِ عِيْسٰى وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِاَنَّ اِسْلاَمَ جَرِيْرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

৫১৪. এ হাদীসটিই ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও আলী ইব্ন খাশরাম (র) অপর বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উমার (র)..... আমাশ থেকে এই সনদেই আবূ মু'আবিয়ার হাদীসের অর্থের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে ঈসা ও সুফিয়ানের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্র সাথী সঙ্গীদের কাছে এ হাদীসটি আনন্দদায়ক বলে মনে হত। কারণ জারীর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সূরা মায়িদা নাযিলের পরে।

٥١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْتَهٰى اِلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اُدْنُهْ فَدَنَوْتُ حَتّٰى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

৫১৫. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি কোন কাওমের ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গায় এসে পৌছলেন। অতঃপর সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন, আমি তখন দূরে সরে গেলাম। তিনি বললেন, কাছে এস। আমি তাঁর নিকটে গেলাম এমনকি একেবারে তাঁর গোড়ালির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি উযূ করলেন। অতঃপর তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসে করলেন।

٥١٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسٰى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُوْلُ فِيْ قَارُوْرَةٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ اَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَيُشَدِّدُ هٰذَا التَّشْدِيْدَ فَلَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَتَمَاشٰى فَاَتٰى سُبَاطَةَ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَاَشَارَ اِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّٰى فَرَغَ.

৫১৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র)..... আবূ ওয়াইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) পেশাবের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি একটি বোতলে পেশাব করতেন এবং বলতেন, বনী

ইসরাঈলদের কারো (শরীরের) চামড়ায় যদি পেশাব লাগত তখন সে কাঁচি দিয়ে সে স্থান কেটে ফেলতে। অতঃপর হুযায়ফা (রা) (একথা শুনে) বললেন, আমি চাই যে, তোমাদের সঙ্গী (আবূ মূসা) এ ব্যাপারে এত কঠোরতা না করলেই ভাল হত। (কারণ) একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সংগে পথ চলছিলাম। তিনি একটি দেয়ালের পিছনে জনৈক কাওমের আবর্জনা ফেলার জায়গায় পৌছলেন। অতঃপর তোমরা যেমনভাবে দাঁড়াও, তেমনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। আমি তাঁর থেকে দূরে সরে ছিলাম। তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। অতঃপর আমি এলাম এবং একেবারে তার গোড়ালির কাছে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর প্রয়োজন শেষ করলেন।

٥١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعْدِبْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءُ فَسَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ مَكَانَ حِيْنَ حَتَّى.

৫১৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজত পূরণের জন্য বের হলেন। তারপর মুগীরা (রা) একটি পানি ভর্তি বদনা নিয়ে তাঁর অনুসরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজত শেষ করলে তিনি তাঁকে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোযার উপর মাসেহ্ করলেন। ইব্ন রুমহ্-এর বর্ণনায় حِيْنَ শব্দের স্থলে حَتَّى শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٥١٨- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُبْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫১৮. এ হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন। তারপর উভয় মোযার উপর মাসেহ্ করলেন।

٥١٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيْمِىُّ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْاَسْوَدِبْنِ هِلَالٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَامَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِذْ نَزَلَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ اِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِىْ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

৫১৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তামীমী (র).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি এক স্থানে থেমে হাজত পূরণ করলেন। এরপর ফিরে এলেন এবং আমার কাছে রাখা একটি বদনা থেকে আমি তাঁর উপর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উযূ করলেন এরপর তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٠- وَحَدَّثَنَا اَبُوبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِبْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ عَمَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ

الْاِدَاوَةَ فَاَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّىْ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ اَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى.

৫২০. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (র).....মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, মুগীরা বদনা (সঙ্গে) নাও। আমি বদনা (সঙ্গে) নিলাম। তারপর তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাঁটতে হাঁটতে আমার থেকে আড়ালে চলে গেলেন। তারপর তিনি তাঁর হাজত পূরণ করলেন ও ফিরে এলেন। তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি শামী জোববা যার আস্তিন ছিল চাপা (অপ্রশস্ত)। তিনি আস্তিন থেকে তাঁর হাত বের করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু (অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে) তা আটকে গেল। অতঃপর তিনি জোব্বার নিচ থেকে তাঁর হাত বের করলেন। আমি তার ওপর পানি ঢেলে দিলাম। তিনি সালাতের জন্য যেমন উযূ করা হয়-তেমনি উযূ করলেন। তারপর তাঁর উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করে সালাত আদায় করলেন।

٥٢١- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيْعًا عَنْ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَقْضِىَ حَاجَتَهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَاْسَهُ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا.

৫২১. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আলী ইব্‌ন খাশ্‌রাম (র).....মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজত পূরণের জন্য বের হলেন। (হাজত শেষে) তিনি যখন ফিরে এলেন তখন বদনা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর উভয় হাত ধুইলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর উভয় বাহু ধোয়ার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু জোববায় (অপ্রশস্ততার কারণে) তা আটকে গেল। তিনি জোবরার নিচে দিয়ে বের করে উভয় বাহু ধুইয়ে ফেললেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন ও উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন।

٥٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِىْ مَسِيْرٍ فَقَالَ لِىْ اَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتّٰى تَوَارٰى فِىْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّٰى اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

৫২২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ নুমায়র (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার সাথে কি পানি আছে"? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তাঁর সাওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। তখন আমি বদনা থেকে তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুইলেন তখন তাঁর গায়ে ছিল একটি পশমের জোববা। তিনি তা থেকে হাত বের করতে না পেরে জোববার নিচ দিয়ে বের করলেন। তারপর তাঁর উভয় বাহু ধুইলেন এবং মাথা মাসেহ্ করলেন। আমি তাঁর উভয় মোযা খুলে দিতে চাইলাম কিন্তু (বাধা দিয়ে) তিনি বললেন, ওভাবেই থাকতে দাও। কারণ আমি ওদু'টি পবিত্র অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। (এই বলে) তিনি তার উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٣- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ وَضَّاَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ اِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

৫২৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র)..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে উযূ করালেন। তিনি উযূ করলেন এবং উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। মুগীরা (রা) বলেন, তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) বললেন ঃ আমি এ দু'টিকে পবিত্রাবস্থায় পরেছি।

٥٢٤- وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِّي عَنْ عُرْوَةَبْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ فَاَتَيْتُهُ بِمِزْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَاَلْقَى الْجُبَّةَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوْا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلَمَّاسَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَتْنَا.

৫২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাযী (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পিছনে রয়ে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে পেছনে পড়লাম। তিনি হাজত পূরণ করে বললেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি উভয় হাতের কব্জা পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুইলেন তারপর উভয় বাহু বের করতে চাইলেন; কিন্তু জোববার আস্তিনে আটকে গেল। এতে জোববার নিচ থেকে তিনি হাত বের করলেন এবং জোববাটি কাঁধের ওপর রেখে দিলেন। উভয় হাত ধুইলেন, মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়িও উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন। তারপর তিনি সাওয়ার হলেন এবং আমিও সাওয়ার হলাম। আমরা যখন আমাদের কাওমের কাছে পৌছলাম তখন তারা সালাত আদায় করছিল। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)

তাদের সালাতে ইমামতি করছিলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত পড়ে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছিয়ে আসছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে (সেখানে থাকতে) ইশারা করলেন। এতে তিনি (আবদুর রহমান ইব্ন আওফ) তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর আমাদের থেকে যে রাক'আত ছুটে গিয়েছিল তা আদায় করলাম।

٥٢٥- حَدَّثَنَا اُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ وَمُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَاْسِهِ وَعَلٰى عِمَامَتِهِ.

৫২৫. উমায়্যা ইব্ন বিস্তাম ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল আলা (র) ..... মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় মোযার ওপর এবং মাথার সন্মুখ ভাগ ও পাগড়ীর ওপর মাসেহ্ করেন।

٥٢٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَعْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলী (র)..... মুগীরা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٢٧- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْىَ الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

৫২৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র).....মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী বাকর বলেন, আমি মুগীরা (রা)-র পুত্র থেকে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা উযূ করলেন। মাথার সন্মুখ ভাগ এবং পাগড়ি ও উভয় মোযার ওপর মাসেহ্ করলেন।

٥٢٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ كِلاَهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ وَفِىْ حَدِيْثِ عِيْسٰى حَدَّثَنِىْ الْحَكَمُ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِلاَلٌ.

৫২৮. আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়বা ও মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র)..... বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উভয় মোযা ও পাগড়ীর ওপর মাসেহ্ করেছেন।

٥٢٩- وَحَدَّثَنِيْهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِيْ ابْنَ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ فِيْ الْحَدِيْثِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

৫২৯. এ হাদীসটিই সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র).....একই সনদে আমাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাদীসে এরূপ রয়েছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দেখেছি.....।

٢٣- بَابُ التَّوْقِيْتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ মোযার ওপর মাসেহ্ করার সময়সীমা।

٥٣٠- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَيْسٍ الْمَلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بِنْتِ هَانِئٍ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ اَسْاَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ بِابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَاسْاَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ اِذَا ذَكَرَ عَمْرًا اَثْنٰى عَلَيْهِ.

৫৩০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আল-হানযালী (র).....শুরায়হ্ ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে এলাম মোযার ওপর মাসেহ্ করার মাস'আলা জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, আবূ তালিবের পুত্র (আলী রা)-এর কাছে গিয়ে এ মাস'আলা জিজ্ঞেস কর। কারণ সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সফর করত। অতঃপর আমরা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুসাফিরের জন্য তিন দিন রাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। এ হাদীসের রাবী সুফিয়ান সাওরী (র) যখন তাঁর উস্তাদ আমর (রা)-এর উল্লেখ করতেন তখন তাঁর প্রশংসা করতেন।

٥٣١- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ اَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِيْ اُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ

৫৩১. ইসহাক (র).....হাকাম (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٢- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ اِئْتِ عَلِيًّا فَاِنَّهُ اَعْلَمُ بِذَالِكَ مِنِّيْ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩২. যুহায়র ইব্ন হারব (র).....শুরায়হ্ ইব্ন হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আয়েশা (রা)-কে মোযার ওপর মাসেহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আলীর কাছে যাও। কারণ এ ব্যাপারে সে আমার চেয়ে বেশী জানে। আমি আলী (রা)-এর কাছে এলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ উল্লেখ করলেন।

٢٤- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ এক উযূতে সব সালাত আদায় করা জাযিয হবার বিবরণ

٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَاعُمَرُ.

৫৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাতহে মক্কার দিন এক উযূ দিয়ে কয়েক (পাঁচ) ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন এবং মোযার ওপর মাসেহ্ করেন। উমার (রা) তাঁকে বললেন, আপনি আজ এমন কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে আর করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, "উমার! আমি ইচ্ছে করেই এ রকম করেছি।"

٢٥- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوْكِ فِىْ نَجَاسَتِهَا فِى الْاِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যার হাতে নাপাকীর সন্দেহ রয়েছে তার জন্য তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেয়া মাকরূহ

٥٣٤- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَاِنَّهُ لَايَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৪. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহযামী ও হামিদ ইব্ন উমার আল-বাকরাবী (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٥٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

৫৩৫. আবূ কুরায়ব ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلاَهُمَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৫৩৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা, আম্‌র আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্‌ন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٣٧- وَحَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ اَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِىْ اِنَائِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ.

৫৩৭. সালামা ইব্‌ন শাবীব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ জাগ্রত হবে তখন সে তার হাত পাত্রে ঢুকাবার পূর্বে যেন তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল।

٥٣٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ يَعْنِى الْحِزَامِىَّ عَنْ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِىْ ابْنَ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِىُّ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ فِىْ رِوَايَتِهِمْ جَمِيْعًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ كُلُّهُمْ يَقُوْلُ حَتّٰى يَغْسِلَهَا وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَلاَثًا اِلاَّ مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ وَاَبِىْ رَزِيْنٍ فَاِنَّ فِىْ حَدِيْثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلاَثِ..

৫৩৮. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র), নাসর ইব্‌ন আলী (র), আবূ কুরায়ব (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ও আল-হুলওয়ানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণিত আছে- প্রত্যেকের বর্ণনাতেই حَتّٰى يَغْسِلَهَا (হাত না ধোয়া পর্যন্ত) রয়েছে। তাদের কেউ তিনবারের কথা উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র জাবির (র), ইবনুল মুসায়্যিব (র) আবূ সালামা (র), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক (র), আবূ সালিহ্ (র) ও আবূ রাযীন (র)-এর বর্ণনায় "তিন বার"-এর উল্লেখ রয়েছে।

٢٦- بَابُ حُكْمِ وَلُوْغِ الْكَلْبِ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে বিধান

٥٣٩- وَحَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.

৫৩৯. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র আস-সাদী (র) .., আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিল, তখন সে যেন তা ঢেলে ফেলে, তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।

٥٤٠- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فَلْيُرِقْهُ.

৫৪০. মুহাম্মাদ ইবনুস সাববাহ্ (র).....আ'মাশ (র) থেকে এই সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি فَلْيُرِقْهُ (সে যেন তা ঢেলে ফেলে)-এর উল্লেখ করেন নি।

٥٤١- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ قَالَ قَرَاْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

৫৪১. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্র থেকে যখন কুকুরে পান করবে তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

٥٤٢- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হল সাতবার তা ধুয়ে ফেলে। প্রথম বার মাটি দিয়ে (ঘষে ফেলবে)।

٥٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْهِ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

৫৪৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ লাগিয়ে পান করবে, তখন সে পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি হলো, সাতবার ধুইয়ে ফেলা।

٥٤٤- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ ثُمَّ رَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِى التُّرَابِ.

৫৪৪. উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মু'আয (র) ..... ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে বললেন, তাদের কী হয়েছে যে, তারা কুকুরের পিছনে পড়লো? তারপর শিকারী কুকুর এবং বক্‌রীর (পাহারা দেয়ার) কুকুর রাখার অনুমতি দেন এবং বলেন, কুকুর যখন পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবে তখন তা সাতবার ধুইয়ে ফেলবে এবং অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে ফেলবে।

٥٤٥- وَحَدَّثَنِيْهِ يَحْىَ بْنُ حَبِيْبٍ الْحَارِثِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا الْاِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ اَنَّ فِىْ رِوَايَةِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ مِنَ الزِّيَادَةِ وَرَخَّصَ فِىْ كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الزَّرْعِ فِىْ الرِّوَايَةِ غَيْرُ يَحْىٰ.

৫৪৫. এ হাদীসটিই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব আল-হারিসী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ (র).....শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ-এর বর্ণনায় একটু অতিরিক্ত আছে। তা হল, "তিনি বক্‌রী পাহারা দেয়ার, শিকার করার এবং চাষাবাদ কারার কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন"। ইয়াহ্ইয়া ছাড়া আর কারো বর্ণনায় চাষাবাদের কথা উল্লেখ নেই।

٢٧- بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ قَالَ

২৭ অনুচ্ছেদ ঃ স্থির পানিতে পেশাব করা নিষেধ

٥٤٦- وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

৫৪৬. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), মুহাম্মাদ ইব্ন রুমহ্ (র) ও কুতায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٧- وَحَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৪৭. যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে পেশাব করে পরে তা দিয়ে যেন গোসল না করে।

٥٤٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبُلْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَيَجْرِىْ ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৫৪৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তুমি এমনটি করো না যে, প্রবাহিত নয় এমন স্থির পানিতে পেশাব করবে তারপর আবার তা থেকে গোসল করবে।

٢٨-بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاِغْتِسَالِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ (নাপাক অবস্থায়) স্থির[১] পানিতে গোসল করা নিষেধ

٥٤٩- وَحَدَّثَنِىْ هٰرُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِىُّ وَاَبُوْ الطَّاهِرِ وَاَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ هٰرُوْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

৫৪৯. হারূন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র), আবূ তাহির (র) ও আহ্মাদ ইব্ন ঈসা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় স্থির পানিতে গোসল না করে। রাবী বলল, আবূ হুরায়রা! তখন সে কিভাবে (গোসল) করবে? তিনি বললেন, পানি উঠায়ে করবে।

٢٩- بَابُ وُجُوْبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ اِذَا حَصَلَتْ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَّ الْاَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلٰى حَفْرِهَا-

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা জরুরী। আর পানি দ্বারাই মাটি পবিত্র হয়, খুঁড়ে ফেলার প্রয়োজন করে না।

٥٥٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَلاَ تُزْرِمُوْهُ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন কিছু লোকজন তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং পেশাব করতে বাঁধা দিও না। রাবী বলেন, সে যখন পেশাব করল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বালতি পানি চাইলেন। অতঃপর তা সেখানে ঢেলে দিলেন।

---

১. স্থির পানি বলতে 'কম পরিমাণ পানি' এই অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ وَحَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ يَحْىَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ قَالَ يَحْىَ بْنُ يَحْىَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَامَ اِلٰى نَاحِيَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيْهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَلَمَّا فَرَغَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَنُوْبٍ فَصُبَّ عَلٰى بَوْلِهِ.

৫৫১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে সেখানেই পেশাব করে দিল। অতঃপর লোকজন এতে হৈ চৈ শুরু করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। তার পেশাব শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তার পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

٥٥٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ الْحَنَفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ عَمُّ اِسْحٰقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَامَ يَبُوْلُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوْهُ دَعُوْهُ فَتَرَكُوْهُ حَتّٰى بَالَ ثُمَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ اِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاَمَرَ رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

৫৫২. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র).....ইসহাকের চাচা আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এল। সে দাঁড়িয়ে মসজিদেই পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ বলতে লাগল, "থাম, থাম"। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন "তোমরা ওকে বাধা দিও না, ছেড়ে দাও ওকে"। অতঃপর তাঁরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব করা শেষ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন, "দেখ এই যে মসজিদগুলো এতে পেশাব করা বা একে কোন রকম নাপাক করা উচিৎ নয়। এ সব তো কেবল আল্লাহ্‌র যিকির করা, সালাত আদায় করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য"। অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ধরনের কিছু বলেছিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাওমের কোন এক লোককে নির্দেশ দিলেন-সে এক বালতি পানি নিয়ে এল। তিনি তা সে পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

٣٠- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيْعِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

٥٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىْ بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ فَاُتِىَ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৫৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ও আবূ কুরায়ব (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। একবার একটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল। অতঃপর শিশুটি তাঁর শরীরে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনায়ে পেশাবের জায়গায় ঢেলে দিলেন। আর (ভালো করে) তা ধুইলেন না।

٥٥٤- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِىْ حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৫৫৪. যুহায়র ইব্‌ন হারব (র) .....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে একবার একটি শিশুকে আনা হল। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর তিনি পানি আনায়ে ওপর ঢেলে দিলেন।

٥٥٥- وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ مِثْلَ حَدِيْثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

৫৫৫. ইসহাক ইব্‌রাহীম (র).....হিশাম থেকে এই সনদে ইব্‌ন নুমায়রের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى اَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ .

৫৫৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন রুমহ্ ইবনুল মুহাজির (র).....কায়স বিনতে মিহ্সান (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার এক শিশু পুত্রকে যে তখনো খাবার খেতে পারত না-নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোলে দিলেন। শিশুটি পেশাব করে দিল। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) শুধু পানি ছিটিয়ে দেয়ার বেশী আর কিছু করলেন না।

٥٥٧- وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

৫৫৭. এ হাদীসটিই ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র), আবূ বাক্র ইব্ন আবূ শায়রা (র), আম্র আন নাকিদ (র) ও যুহায়র ইব্ন হারব (র) সকলেই ইব্ন উয়ায়না (র)-এর মাধ্যমে যুহরী (র) থেকে এই সনদে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ) পানি আনায়ে তা ছিটিয়ে দিলেন।

٥٥٨- وَحَدَّثَنِيْهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِيْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدُ بَنِيْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِيْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَتْنِيْ أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا.

৫৫৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).....উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু কায়স বিনত মিহ্সান (রা) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বায়'আত গ্রহণকারীনী, প্রথম মুহাজির মহিলাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বানূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা গোত্রের উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু কায়স) আমাকে জানান যে, তিনি একবার তার এক পুত্রকে যে তখনো খাবার গ্রহণের বয়সে পৌছেনি-নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এলেন। উবায়দুল্লাহ্ বলেন, তিনি আমাকে জানান যে, তাঁর সে পুত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পানি আনায়ে তাঁর কাপড়ের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। এবং তা ভাল করে ধুলেন না।

٣١- بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ বীর্যের হুকুম

٥٥٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْكًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ.

৫৫৯. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .....আলকামা (র) ও আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর মেহমান হল। অতঃপর সকালে সে তার কাপড় ধুতে লাগল। তখন আয়েশা (রা) বললেন, তুমি যদি (কাপড়ে) তা (বীর্য) দেখতে পাও তবে তোমার জন্য শুধু সে জায়গাটা ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট হবে। আর যদি তা না দেখ তবে তার আশে পাশে পানি ছিটিয়ে দিবে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে তা নখ দিয়ে ভাল করে আঁচড়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি তা পরে সালাত আদায় করতেন।

٥٦٠- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ الْمَنِىِّ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৬০. উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র).....আয়েশা (রা) থেকে বীর্য্য সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তা (বীর্য্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলতাম।

٥٦١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِىْ ابْنَ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ مَهْدِىِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ وَحَدَّثَنِىْ ابْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَمُغِيْرَةَ كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ فِىْ حَتِّ الْمَنِىِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ.

৫৬১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র), ইসহাক ইব্রাহীম (র) আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ও মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম (র) .....আয়েশা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে বীর্য্য দূর করা সম্পর্কে আবূ শা'শা থেকে খালিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٦٢- وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيْثِهِمْ.

৫৬২. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)-এর সূত্রে ও আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٦٣- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَاَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيْبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ اَيَغْسِلُهُ اَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِىَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ فِىْ ذَالِكَ الثَّوْبِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى اَثَرِ الْغَسْلِ فِيْهِ

৫৬৩. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)..... আম্‌র ইব্‌ন মায়মুন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসারকে জিজ্ঞেস করলাম যে, বীর্য্য কোন লোকের কাপড়ে লেগে গেলে সে শুধু সেই বীর্য্য ধুয়ে ফেলবে না কাপড়টাই ধুয়ে ফেলবে? তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্য্য ধুয়ে ফেলতেন। তারপর সেই কাপড়েই সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন আর আমি (পেছন থেকে) সে কাপড়ে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

٥٦٤- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِيْ ابْنَ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ اَمَّا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ فَحَدِيْثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ وَاَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِيْ حَدِيْثِهِمَا قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৬৪. আবূ কামিল আল জাহদারী (র), আবূ কুরায়ব (র) ও ইব্‌ন আবূ যায়িদা (র) এরা সকলেই আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন (র) থেকে এ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন যায়িদার হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বীর্য্য ধুইতেন। আর ইবনুল মুবারাক (র) ও আবদুল ওয়াহিদ (র)-এর হাদীসে রয়েছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতাম।

٥٦٥- وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلاً عَلٰى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِيْ ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ فَرَاَتْنِيْ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ اِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَاَيْتُ شَيْئًا غَسَلْتُهُ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَاِنِّيْ لَاَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِيْ.

৫৬৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন জাওয়াস আল-হানাফী আবূ আসিম (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আয়েশা (রা)-এর মেহমান ছিলাম। (রাতে) আমার কাপড়েই স্বপ্নদোষ হল। আমি সে কাপড় দু'টি পানিতে ডুবিয়ে ধুচ্ছিলাম। আয়েশা (রা)-এর এক দাসী আমাকে এরূপ করতে দেখে তাঁকে গিয়ে জানাল। আয়েশা (রা) লোক পাঠায়ে আমাকে ডাকায়ে নিয়ে বললেন, তুমি তোমার কাপড় দু'টিকে এরূপ করছ কেন? তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাব) বলেন, আমি বললাম, ঘুমন্ত ব্যক্তি তার স্বপ্নে যা দেখে আমি তাই দেখেছি। তিনি বললেন, তুমি কি কাপড় দু'টিতে কিছু দেখতে পেয়েছ ? আমি বললাম, না। তিনি বলতেন, তুমি যদি কিছু দেখতে, তবে তা ধুয়ে ফেলতে। আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য্য নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলতাম।

٣٢- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَةِ غَسْلِهِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত অপবিত্র এবং তা ধোয়ার পদ্ধতি

٥٦٦- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ اِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تُقْرِصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّىْ فِيْهِ.

৫৬৬. আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবূ শায়বা অন্য সূত্রে ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র).....আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলল, আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে সে কি করবে? তিনি বললেন, (প্রথমে) তা নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলবে। এরপর পানি দিয়ে রগড়িয়ে ফেলবে, তারপর ধুয়ে ফেলবে, তারপর তাতে সালাত আদায় করবে।

٥٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ.

৫৬৭. আবূ কুরায়ব (র) ও আবূ তাহির (র)-প্রত্যেকেই হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) থেকে এ সনদে ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদের হাদীস (উপরোক্ত)-এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٣- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوْبِ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য জরুরী

٥٦٨- وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدِ الْاَشَجُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا .

৫৬৮. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র), আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, জেনে রাখ এ কবরবাসীদ্বয়কে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে কোন কঠিন (কাজের) দরুন তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরী করত। আর অপরজন তার পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। তিনি [ইব্ন আব্বাস (রা)] বলেন, অতঃপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনায়ে দু'টুকরা করলেন। তারপর এ কবরের উপর একটি এবং অন্য কবরের উপর একটি পুঁতে দিলেন। এরপর বললেন, হয়ত বা এদের আযাব কিছুটা লাঘব করা হবে যতদিন পর্যন্ত এ দু'টি না শুকিয়ে যাবে।

٥٦٩- حَدَّثَنِيْهِ اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الاِسْنَادِ غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْاٰخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ اَوْ مِنَ الْبَوْلِ.

৫৬৯. এ হাদীসটিই আহ্মাদ ইব্ন ইউসুফ আল-আযদী (র).....সুলায়মান আল-আ'মাশ থেকে এ সনদে বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেন, "আর অপরজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না"।